দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 DEC 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

74

সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি

আমি সরকারী কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক। আমার প্রারম্ভির চাকরি আত্মীকৃত নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজে। উক্ত কলেজ ০৭-০৫-১৯৭৯ সালে সরকারীকৃত হয়। তখন আমার ইফেকটিভ চাকরিকাল ৫ (পাঁচ) বছর ১০ (দশ) মাস ২ (দুই) দিন নির্ধারিত হয়। সরকার কর্তৃক প্রণীত আত্মীকৃত আইন মোতাবেক ইফেকটিভ চাকরিকাল সাত বছর হলে, কর্মরত শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করবেন। প্রণীত আত্মীকৃত নীতিমালা মোতাবেক ইফেকটিভ চাকরিকালসহ মোট চাকরি সাত বছর হলেও সহকারী অধ্যাপক পদে, অনেকের মত আমাকেও পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। আমার ইফেকটিভ চাকরি-কালসহ মোট চাকরি গণনা করে আমাকে প্রভাষক পদ থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় ১৮-৮-৮৪ এর সরকারী আদেশ বলে। উল্লেখ্য যে, আত্মীকৃত বিধি অনুসারে ইফেকটিভ চাকরিকাল পদোন্নতি ও পেনসনের জন্য গ্রহণযোগ্য। উক্ত তারিখে আমার মোট চাকরিকাল দাঁড়ায় ১১ বছর ১ মাস ১৩ দিন। বিনাদোষে আমি ৪ বছর ৯ মাস ১৩ দিন পিছিয়ে পড়ি।

এবার সহযোগী অধ্যাপকপদে পদোন্নতি দেয়ার তালিকা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষ এবার মোট চাকরিকালের ভিত্তিতে তালিকা প্রস্তুত করেননি। এবার একটি নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে আর তা হল, সহকারী অধ্যাপক পদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে। এটা অসঙ্গত। কেন না পদোন্নতি দেয়ার ভিত্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হবে, এটা অভিপ্রেত নয়। বিভিন্ন বিষয়ে পদ পুরণের জন্য ১৮-৮-৮৪ তারিখের আদেশ মোতাবেক পদোন্নতি প্রাপ্ত ঐ সব ভাগ্যবান সহকারী অধ্যাপক তালিকাভুক্ত হয়েছেন যারা ঢাকার সন্নিকটে আছেন এবং ২২-৮-৮৪ তারিখের মধ্যে কাজে যোগদান করেছেন। আমার দুর্ভাগ্য, আমি নবাবগঞ্জ কলেজে ২৬-৮-৮৪ তারিখে যোগদান করি। এই অপরাধে আমি সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত হতে পারিনি।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করেছেন। কিছু দিন আগে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য ধারণাগত জ্যেষ্ঠতার নীতি গ্রহণ করেন। এক্ষণে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য ফিডার পদে জ্যেষ্ঠতা গ্রহণ করছেন। এতে শিক্ষা বিভাগে চাকরির ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে পদোন্নতি সংক্রান্ত বৈষম্য বাড়বে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে ইফেকটিভ চাকরিসহ মোট চাকরিকালকেই একমাত্র সঠিক নীতি বলে ধরা উচিত। কেন না মোট চাকরিকালের ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালে প্রভাষক পদ থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি হয়েছে। যদি চাকরিকাল যে দিন সাত বছর পূর্ণ হয়েছে, সে দিন থেকে ফিডার পদের জ্যেষ্ঠতা গণনা করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সঠিক সময়ে পদোন্নতি না পাওয়ায় আমাদের অনেকেরই বেতন সীমা পরবর্তী বেতন স্কেলে পৌঁছে গেছে। এক্ষেত্রে পদোন্নতির জন্য অর্থের বাড়তি প্রয়োজন বিশেষ হবে না।

অতএব সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত নিবেদন, বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে ইফেকটিভ চাকরিকালসহ মোট চাকরিকালের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের সকল শূন্য পদে পদোন্নতি দেওয়া হোক।

গোলাম মোস্তফা
সহকারী অধ্যাপক,
হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ,
নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।